10-11-50



শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

# মেজদিদি

পরিবেশক - নারায়ণ পিকচার্স

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

অমর কথাশিল্পী **শরৎচন্দ্রের**

# মেজদিদি

প্রযোজনা : **শ্রীমতী কানন ভট্টাচার্য্য**

পরিচালনা : **সব্যসাচী**

প্রধান কর্ম্মসচিব : হরিদাস ভট্টাচার্য্য
অতিরিক্ত সংলাপ ও গীত রচনা :
সজনীকান্ত দাস
চিত্রনাট্য : হরিদাস ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত পরিচালনা : কালীপদ সেন
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
আলোকচিত্র পরিচালনা : অজয় কর
চিত্রশিল্পী : বিমল মুখার্জ্জি
শব্দযন্ত্রী : সমর বসু
সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জি
শিল্প-নির্দ্দেশক : ভূপেন মজুমদার
চিত্র-পরিস্ফুটক : আর, বি, মেহ্‌তা

ব্যবস্থাপক : ক্ষিতীশ আচার্য্য
স্থির-চিত্র : ষ্টিল্ ফটো সার্ভিস
**সহকারীবৃন্দ**
পরিচালনায় : নারায়ণ ঘোষ, শচীশ কর
চিত্রশিল্পে : বেণী, তারক দাস, কানাই দে
শব্দগ্রহণে : দেবেশ ঘোষ,
মৃণাল গুহঠাকুরতা
সম্পাদনায় : দুলাল দত্ত
সঙ্গীতে : শৈলেশ রায়
শিল্প নির্দ্দেশনায় : সুবোধ দাস
আলোক-নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
রূপ-সজ্জায় : রামু, মনোতোষ

প্রচারকার্য্য : অনুশীলন এজেন্সি

রূপশ্রী লিঃ এবং ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

ভূমিকায় :

**কানন দেবী, জহর গাঙ্গুলী**

রেণুকা রায়, শোভা সেন, শিখারাণী বাগ, আশা দেবী, উষা দেবী, মাধুরী চ্যাটার্জ্জি,
তুলসী চক্রবর্ত্তী, বিজয়কুমার, কুমার মিত্র, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, আশু বোস,
প্রণব রায়, শ্যামল সেন, নিরঞ্জন মালাকার, খগেন পাঠক, সুরেন চৌধুরী
শিবকালী চ্যাটার্জ্জি, বাণীবাবু, বিনয় ব্যানার্জ্জি, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী
ক্ষিতীশ আচার্য্য, সুনির্ম্মল রায়, রাজেন পাঠক,
সুবল দত্ত, খোকা ঘোষ।

একমাত্র পরিবেশক : **নারায়ণ পিক্‌চার্স**

গরীব বিধবার একমাত্র সন্তান ১৪ বছরের মাতৃহীন কেষ্ট যখন কোনরকমে ভিক্ষে করে মার শ্রাদ্ধ করার পর গ্রামবাসীর পরামর্শে ছোট্ট পুঁটলী সম্বল করে ভিনগ্রাম রাজহাটে এলো গ্রামের এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিনীর বাড়ীতে, তখন তার দিদি প্রথমে তাকে চিনতে পারলো না ; তারপর জলে উঠে প্রথম সম্ভাষণ করলো - বজ্জাত মাগী জ্যান্তে একদিন খোঁজ নিলে না, এখন মরে গিয়ে ছেলে পাঠিয়ে তত্ত্ব করেছেন—এ সব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারবো না।

ধান চালের আড়ৎদার স্বামী নবীন মুখুর্জ্জে দুপুরে আড়ৎ থেকে ফিরলে কাদম্বিনী জানালো, তার ছেলে পাঁচুগোপালের বরাতে জুটুক বা নাই জুটুক, বড় কুটুমকে যদি ভাল করে না রাখতে পারো, তাহ'লে অখ্যাতিতে দেশ ভরে যাবে। এই কথা বলার সময় চোখের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো লাগোয়া বাড়ীর দোতলায় একটা বিশেষ ঘরের খোলা জানালার দিকে, যে ঘরটা তার মেজ-যা হেমাঙ্গিনীর।

মেজ ভাই বিপিনেরও ধান-চালের কারবার, অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড় ভাই নবীনের মত নয়। বিপিনের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে ; মনটা ভাল, মার্জ্জিত ও কোমল ; আর জাঁকজমক করে থাকতেও সে ভালবাসে। বড়-যা কাদম্বিনীর মত কৃপণ স্বভাবের নয় বলে বছর চারেক আগে দুই যায়ে ঝগড়া করে পৃথক হয়েছিল। তারপর থেকে অনেকবার ঝগড়া হয়েছে, মিটেও গিয়েছে ; কিন্তু মনোমালিন্য আর ঘোচেনি।

সেদিন কেষ্ট আসার পর থেকে নিজের ঘরে বসে সব খবরই হেমাঙ্গিনী পেয়েছিল। কেষ্ট সাধারণের চেয়ে চারটী বেশী ভাত খেয়েছিল বলে মেজ-যা শুনেছে তার বড়-যার হাতীর খোরাক যোগাবার অক্ষমতার কথা ; শুনেছে কেষ্টর জন্য মনদুই মোটা চালের বরাদ্দ ব্যবস্থার কথা। কিন্তু যখন হেমাঙ্গিনী দেখলো যে বেলা তিনটের পড়ন্ত চড়া রোদে কুয়োর ধারে সিমেন্টের তপ্ত বেদীর ওপর বড়-যা কেষ্টর ময়লা কাপড় পরিষ্কার করানোর অজুহাতে বাড়ীর একরাশ কাপড় কেষ্টকে কাচতে দিলো তখন আর সে থাকতে পারলো না। বড়-যার বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করলো—ছেলেটী কে দিদি? বিরক্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিল কাদম্বিনী—আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদিকে একটা প্রণাম কর্ না রে!

হতবুদ্ধি কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে এসে মাথা নত করতেই কেষ্টর হাত ধরে চিবুক স্পর্শ করে হেমাঙ্গিনী বললো—থাক্ থাক্ হয়েছে ভাই, চিরজীবী হও। তারপর যা-কে বললো—আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন? "আমি তো তোমার মত বড়মানুষ নই—মেজ-বউ যে, বাড়ীতে দশ বিশটা দাসদাসী আছে?" কথাটা শেষ হবার আগেই হেমাঙ্গিনী তাদের চাকর শিবুকে ডেকে কাপড় কাচার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর কেষ্টকে উদ্দেশ্য করে বললো—ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট।

সত্যকারের মাতৃস্নেহ যে কি, কেষ্ট তা দুঃখী মায়ের কাছে শিখেছিল। এই মেজদির মধ্যে সেই স্নেহের আস্বাদ পেয়ে সেইদিন থেকে মেজদিকেই তার জীবনের অবলম্বন করে তুললো। কিন্তু দুর্ভাগা ছেলেটার দুঃখে মেজদির মাতৃহৃদয় যতই কেষ্টকে আপনার করে নিতে চাইলো, কাদম্বিনীর অত্যাচার দিন দিন ততই যেন বাড়তে লাগলো। তুচ্ছ কারণে অথবা অকারণে কেষ্টর ওপর চলতে লাগলো অকথ্য অত্যাচার ও প্রহার। কাদম্বিনীর বিশ্বাস হয়েছিল যে মেজ-বউএর আদরেই কেষ্ট বিগড়ে যাচ্ছে এবং সেইজন্য নবীন ও কাদম্বিনী বিপিনের কাছে এ সম্বন্ধে নালিশ জানাতে লাগলো।

বিপিন তার স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতো এবং মনে মনে একটু ভয়ও করতো। কিন্তু পরের ছেলে নিয়ে আপনাআপনির মধ্যে বিশেষতঃ গুরুজনদের সঙ্গে এই অশান্তি বিপিন পছন্দ করতো না। গুরুজনদের কথা উল্লেখ করে এই সম্বন্ধে বিপিন হেমাঙ্গিনীকে বলতেই হেমাঙ্গিনী উত্তর দিল—আমি মা, আমার কোলে ছেলে পিলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন, এর বেশী গুরুজনদের নামে নালিশ করতে চাইনে।

কিন্তু কেষ্টর ওপর অত্যাচার যখন চরমে উঠলো হেমাঙ্গিনী তখন আর সহ্য করতে পারলো না। স্বামীকে অনুনয় করে বললো যেন কেষ্টকে তিনি তার কাছে এনে দেন। কিন্তু মাতৃহৃদয়ের এই আকুল অনুনয়ের মূল্য কি বিপিন দিল? কেষ্ট কি পেল তার মেজদির আঁচলের তলায় একান্ত নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়? সেই ব্যথা, বেদনা ও অশ্রুর পরিণতি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই "মেজদিদি" চিত্র কাহিনী।

# সঙ্গীতাংশ

( ১ )

জনম মরণ পা ফেলা আর পা তোলা তোর
ওরে পথিক
স্মরণ যদি রাখিস তবে পদে পদে ভুলবি না দিক
নয়কো সুরু আঁতুড় ঘরে
শেষ নয় রে চিতার পরে
আগেও আছে পরেও আছে সেই কথাটি
বুঝেনে ঠিক
জনম মরণ পা ফেলা আর পা তোলা তোর
ওরে পথিক।

দু'চার দিনের এ খেলাঘর ভাঙেই যদি
ভয় কিরে তোর
বালুর চরে তাসের ঘরে সারাজীবন করবি
কি ভোর ?
ডুবে আবার উঠবি ভেসে
এ লীলা তাঁর সর্ব্বনেশে
তাতেই যদি মন ডোবেরে তবেই পাবি পথের নিরিখ
জনম মরণ পা ফেলা আর পা তোলা তোর
ওরে পথিক ॥

( ২ )

ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও রাজকুমার
সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার
রাত্রি যখন নিশুত্ অন্ধকার
ঘুমিয়ে প'ল রাজার ছেলে
চুপি চুপি চরণ ফেলে
মা এলো তার নিতে সকল ভার
ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও রাজকুমার
ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও রাজকুমার

ঘুমাও কুমার রাত যে অনেক হোল
মায়ের কোলে দুঃখ তোমার ভোলো
দেখতে কি পাও আধো ঘুমে
কে সে তোমার ললাট চুমে
নিদ্রা বিহীন নয়ন দুটি কার
ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও রাজকুমার।

( ৩ )

প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম
তোমার চরণ শরণ করি
অভয় এবার হ'ব হরি
দুঃখ সাগর যাব তরি
তরী করি তোমার নাম
প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম

আমরা পড়ি ঘুমায়ে প্রভু
তোমার নিত্য জাগরণ
ক্ষণে ক্ষণে ঘটায় যে ভুল
চোখে মোহের আবরণ
সে আবরণ ঘুচাও হরি
দাঁড়াও যুগল মূর্ত্তি ধরি
দেখি তোমায় নয়ন ভরি
পূর্ণ করি মনস্কাম
প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম।

( ৪ )

কুচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ কেশ
ঝড়ের দোলা লাগলো মেয়ের আলুথালু বেশ
কন্যা ভাবে মেঘের ভেলায় আজকে দেবে পাড়ি
কোনরে তাই জড়িয়ে নিল নীলাম্বরী শাড়ী
কোথায় যাবে কতদূরে রাজকুমারের দেশ
কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ কেশ

পাগল হয়ে বাতাস এল মেঘ যে উড়ে যায়—
বড় বড় জলের ফোঁটা লাগলো মেয়ের গায়—
মেঘের জলের ফোঁটা সে নয় নয়ন জলের ধার
অথৈ পাথার মাঝখানে সে কেমনে হবে পার
কেমন করে হবে কন্যার পথ চাওয়ার শেষ
কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ কেশ।

চিত্রের পরিবেশক নারায়ণ পিকচার্সের তরফ হইতে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা